বোমা সদৃশ ঝুলন্ত বস্তু নিয়ে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ার ঘটনায় প্রেস ব্রিফিং করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন।

শনিবার (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বস্তুটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে উপাচার্যের নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সেকশন অফিসার (পিএস টু ভিসি) ড. তারিক আজিজকে।

সদস্য হিসেবে রয়েছেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবু সাঈদ ও সেকশন অফিসার কাজী মইনুল হক।

কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন উপাচার্যের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা যাতে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সার্চলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কর্তব্যরত নৈশপ্রহরীকে সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষে দুটি বিষয় চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। যেকোনো অন্যায়, নৈরাজ্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় চত্বরে ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি বনজ ও ফলজ গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতেই এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য ড. তোজাম্মেল হোসেন বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সারাদেশে বৃক্ষরোপণের একটি চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে, অন্যদিকে দেশের সবুজায়ন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল, ফল, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হচ্ছে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছের চারা রোপণ করি, তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। পাশাপাশি আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে এবং বনজ গাছের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঠের সরবরাহও বৃদ্ধি পাবে।”

তিনি সবাইকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের যোগদান

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা থেকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়ে এসে তিনি যোগদান করেন।

এ সময় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

তিনি যোগদান করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে সদ্য সাবেক উপাচার্য এবং কর্মকর্তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। এছাড়া তিনি সাবেক উপাচার্য কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ অবস্থা এবং জমি সিলেকশনের ব্যাপারে অগ্রগতির বিষয়ে জানার চেষ্টা করেন। পরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জানান সদ্য সাবেক উপাচার্য যেখান থেকে তার কাজ শেষ করেছেন আমি সেখান থেকেই কাজ শুরু করবো। তিনি মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে মেহেরপুরের সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, আমি আমার সর্বোচ্চ মেধা,শ্রম ও জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আগামী শিক্ষাবর্ষে নুতন শিক্ষার্থী ভর্তি, জায়গা সিলেকশন সহ সকল প্রকার কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উল্লেখ্য গতকাল মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ড. তোজাম্মেল হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ড. মো তোজাম্মেল হোসেন বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগের শর্তে বলা হয়েছে, যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখের মধ্যে যেটি আগে হবে, ততদিন তিনি উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন দায়িত্ব পালন করেছেন৷

বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামী শিক্ষাবর্ষে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে একাডেমীক কার্যক্রম শুরু হবে। ড. তোজাম্মেল হোসেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ড. ইয়াকুব হোসেন। নুতন উপাচার্যের সাথে আজ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ শাহি উদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ এহানউদ্দীন মনা।